কুমিল্লার হোমনায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে চার মাজারে হামলা-অগ্নিসংযোগ

সংগৃহীত ছবি

কুমিল্লার হোমনা উপজেলায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা চারটি মাজারে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। এ সময় একটি মাজার সংলগ্ন তিনটি ঘরেও আগুন দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। অভিযুক্ত যুবক মহসীনকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে।

কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আসাদপুর ইউনিয়নের আসাদপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে হ্যান্ডমাইকে ঘোষণা দিয়ে চারটি মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্ষেমালিকা চাকমা জানান, হামলার সময় একটি মাজারের পাশে থাকা তিনটি ঘরে আগুন দেওয়া হয়, যাতে মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র পুড়ে যায়।

ঘটনার সূত্রপাত হয় বুধবার বেলা ১১টার দিকে। ‘বেমজা মহসিন’ নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে মহানবি হযরত মুহাম্মদকে (সা.) কটূক্তি করে পোস্ট দেওয়া হয়। এতে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশ অভিযুক্ত মো. মহসীনকে গ্রেপ্তার করে। তিনি উপজেলার ফকিরবাড়ির আলেক শাহর ছেলে। একই দিন সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ইসলামী যুব সেনা হোমনা উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শরীফুল ইসলাম ধর্ম অবমাননার অভিযোগে থানায় মামলা করেন।

পরদিন সকালে উত্তেজিত জনতা জড়ো হয়ে হাত মাইকে হামলার ঘোষণা দেয়। তারা প্রথমে মহসীনের বসতবাড়িতে হামলা চালায়। এরপর কফিল উদ্দিন শাহর মাজার, আবদু শাহর মাজার, কালাই (কানু) শাহর মাজার ও হাওয়ালি শাহর মাজারে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

পরে কুমিল্লা পুলিশ সুপার মো. নাজির আহমেদ খান ও ইউএনও ক্ষেমালিকা চাকমা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারা জানান, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। গ্রেপ্তারকৃত মহসীনের বিরুদ্ধে আদালতে রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি এ ঘটনার পেছনে কোনো প্ররোচক বা ইন্ধনদাতা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।